আমার শিশু স্কুলে উৎপীড়িত হচ্ছে, আমার কি করা উচিত?
- অভিভাবকদের/পিতামাতার জন্য একটি বাস্তব চেকলিষ্ট

কি ঘটছে সে সম্পর্কে আপনি কি আপনার শিশুর সাথে কথা বলেছেন?

হ্যাঁ – তাদের সাথে আবার কথা বলুন এবং তারা কি করতে চায় তা বের করার চেষ্টা করুন। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যেন মনে করে যে উৎপীড়ন দূরিকরণের পরিকল্পনায় তারা সম্পৃক্ত। আপনি যদি ইতমধ্যে তা না করে থাকেন তাহলে ঘটনাগুলো- নামসমূহ, তারিখ, স্থানসমূহ, টেক্সট/মেইল মেসেজ ইত্যাদি নোট করে রাখুন।

না – শিশুর সাথে বসুন এবং প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করুন। এটা কি কোনো উৎপীড়নমূলক আচরণ না কি তারা শুধু বন্ধুদের সাথে কলহ করেছে এবং এটা এখনও মিটে যায়নি? মনে রাখবেন শিশু এবং কম বয়সীরা প্রায়ই কলহ করে এবং এটা বেড়ে ওঠার একটি স্বাভাবিক অংশ। শুধু সবকিছু নিয়ে কথা বলা এবং একটি পরিকল্পনাই হয়তো যথেষ্ট।

আপনার শিশু কি এখনও স্কুলের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে বলেছে যে তারা উৎপীড়িত হচ্ছে?

হ্যাঁ – কখন তারা কাউকে বলেছে? কোনো কিছু কি ঘটেছে? প্রথম কাজ হবে উৎপীড়নের ঘটনাগুলো সমাধানে স্কুলকে সময় দেয়া। কখনও কখনও আপনি যতটা চাচ্ছেন তার চেয়ে বেশি সময় লাগতে পারে, কিন্তু আপনার সেই অধিকার আছে যে আপনি স্কুলে ফোন করতে পারেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে তারা কি করছে। মনে রাখবেন যে স্কুলের সাথে মিলে কাজ করা সবসময়ই বেশী ভালো এবং তাদেরকে জানান যে তারা যেন আপনাকে যে কোনো অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করে।

না – আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে স্কুল উৎপীড়ন সংশিষ্ট ঘটনাগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল। জানার চেষ্টা করুন যে আপনার শিশু কি কারণে অন্য কাউকে কিছু বলতে চায়নি এবং নিজেদের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিন যে কে স্কুলে বিষয়টি জানাবে। আপনি হয়তো তাদের হয়ে স্কুলের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাদের সাথে যান, অথবা তাদের মধ্যের কাউকেই বলার জন্য সাহস যোগান। এমনকি যদি আপনি তাদের হয়ে কথা বলেন তারপরও তাদেরকে একজন শিক্ষক বা কর্মীর সাথে কথা বলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, তাই এটা নিশ্চিত করুন যেন তারা এটা জানে।

স্কুলকে কি উৎপীড়নের অভিযোগ মোকাবেলার জন্য সক্রিয় মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ – স্কুলের সাথে যোগাযোগ রাখুন। সংশিষ্ট সকলের সন্তোষজনক ফলাফল পাবার জন্য স্কুল পর পর কি কি কৌশল গ্রহণ করছে? এটা আশা করবেন না যে তারা এমনি এমনি সংশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বাদ দেবে। উৎপীড়ন প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্কুল প্রায়ই বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। এর মধ্যে কিছু পদ্ধতি হয়তো দ্রুত কাজ করে আবার কিছু হয়তো বেশী সময় নিতে পারে। মতৈক্যে আসুন যে আপনারা উভয়ই পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের জন্য আপনার শিশুর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন যাতে তার আচরণের যে কোনো পরিবর্তন ধরতে পারেন। তাদের আর কোনো সহায়তা দরকার হোক বা না হোক তাদের অনুভুতি এবং চরিত্র বোঝার জন্য তাদের সাথে কথা চালিয়ে যান।

না – কথা বলার জন্য স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী ব্যক্তিটিকে চিহ্নিত করুন। এ রকম কেউ যিনি একটি হাউজের প্রধান, ছাত্রদের সাপোর্ট শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক। অভিযোগগুলো নিয়ে

আলোচনার জন্য একটি সভা ডাকুন। অটল থাকুন এবং যেখানে সম্ভব সম্মুখ সভা ডাকুন। এটা একটা ভালো বুদ্ধি যে সভার আগেই স্কুলের উৎপীড়ন বিরোধী নীতিমালার একটি কপি চাওয়া যাতে আপনি এই নীতিমালার সাথে আগে থেকে পরিচিত হয়ে থাকতে পারেন। এটা সুপারিশকৃত যে প্রতিটি স্কুলের একটি উৎপীড়ন বিরোধী নীতিমালা থাকে, কিন্তু থাকতেই হবে এরকম কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। বেশীরভাগ স্কুলই আনন্দের সাথে তাদের নীতিমালার একটি কপি আপনাকে পাঠাবে যদি তাদের থাকে, এবং তারা ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন (স্কটল্যান্ড) এ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে আপনাকে একটি কপি দিতে বাধ্য থাকবে। আপনার যদি এই নীতিমালা পেতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আপনি এই আইনের অধীনে দরখাস্ত করতে পারেন। আপনার লিখিত অভিযোগ দেয়া উচিত এবং ২০ দিনের মধ্যে তাদেরকে আপনি যে তথ্য চেয়েছেন তা সহ জবাব দিতে হবে অথবা যুক্তিযুক্ত কারণ উলেখ করে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এই নীতিমালায় কি দেখতে হবে সে বিষয়ে রেসপেক্টমি পরামর্শ দিয়ে থাকে।

আপনি যখন স্কুলের সাথে সাক্ষ্যাত করবেন তখন তাদেরকে অভিযোগগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য একটি কৌশল তৈরির দায়িত্ব নিতে বলুন। যদিও তারা এই অভিযোগগুলি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারে তথাপি গোপনীয়তার কারণে উৎপীড়নমূলক আচরণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করতে পারে না এবং একইভাবে তাদেরকে উৎপীড়নের শিকার শিশু বা কিশোরের প্রতি সম্মান রাখতে হবে। স্কুলের এই পরামর্শ দেয়া ঠিক না যে এটি আপনার শিশুর দোষ অথবা তাকে তার আচরণ পরিবর্তন করা উচিত। তাদের এই পরামর্শ দেয়াও উচিত নয় যে আপনার শিশুকে অন্য ক্লাস বা অন্য স্কুলে সরিয়ে নিন। স্কুলের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখুন যা দীর্ঘ মেয়াদে সকল পক্ষের জন্যই লাভজনক হবে।

বেশ কিছু সময় ধরে উৎপীড়ন চলছে এবং শেষ হবার মত মনে হচ্ছে না

হ্যাঁ – আবারও স্কুলের সাথে দেখা করার চেষ্টা করুন। এটা হয়তো ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাবার সময়। আপনি যদি স্কুলের সাথে মিলে কোনো অগ্রগতি না করতে পারেন অথবা মনে করেন যে স্কুল অভিযোগগুলি গুরুত্বের সাথে দেখছে না, তাহলে হয়তো পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।

স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদের সর্বোপরি উৎপীড়ন বিরোধী নীতিমালা দেখতে চান। স্কটল্যান্ডের অধিকাংশ কর্তৃপক্ষের একটি নীতিমালা আছে। নীতিমালাটি পড়ুন এবং স্কুল কোথায় ব্যর্থ হয়েছে তা চিহ্নিত করুন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ঘোরানোর জন্য এটা সহায়ক হতে পারে। এখন আপনি তাদের কাছে কি জবাব আশা করেন তা নয় বরং তাদেরকে সেই জবাব দিতে বলবেন যা কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে আশা করে।

তারপরেও যদি আপনি সন্তুষ্ট না থাকেন তাহলে আপনার উদ্বেগ নিয়ে কর্তৃপক্ষের কারো সাথে যোগাযোগ করুন। আপনি কোন পদমর্যাদার ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন তা নির্ভর করবে আপনার স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর। স্কুল আপনাকে এই তথ্য দিতে পারবে অথবা আপনি আপনার স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্কুলের অভ্যর্থনা কক্ষে একটি পোস্টারে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে যে আপনার কোনো অভিযোগ থাকলে আপনি কি করবেন।

আপনি যদি উৎপীড়নের অভিযোগগুলো নিয়ে স্কুলের জবাবে সন্তুষ্ট না থাকেন তাহলে স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন। আপনার অভিযোগ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপগুলোতে আপনাকে সহায়তা করতে কর্তৃপক্ষের সক্ষম হওয়া উচিত। আপনি যদি তারপরও সন্তুষ্ট না থাকেন তাহলে স্কটিশ চাইল্ড ল্ সেন্টারে আপনার আইনগত অধিকার সম্পর্কিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

না – আপনি যদি সন্তুষ্ট থাকেন যে উৎপীড়ন বন্ধ হয়েছে তাহলে আপনার জন্যে যা বাকী থাকছে তা হলো যাতে এই পরিস্থিতির আবার সূত্রপাত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আপনার শিশুর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। এটা খেয়াল রাখবেন যে এই পরিস্থিতিতে তারা যেন নিজেদের ক্ষমতাশালী মনে না করে এবং নিজেদেরকে ভিক্টিম না মনে করে।

আপনার শিশু কি নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকছে?

হ্যাঁ – উৎপীড়নের শিকার অনেক শিশু কিশোরই স্কুলে যেতে চায় না তবে অধিকাংশই নিয়মিত স্কুল চালিয়ে যায়। উৎপীড়ন চলাকালে স্কুলে উপস্থিতি নিয়মিত রাখতে স্কুল বিভিন্ন মাত্রায় সহায়তা করতে পারে। এই প্রশ্নে এটা নির্ভর করবে স্কুলের উপর, কিন্তু এর সাথে কৌশলসমূহ অন্তর্ভূক্ত হতে পারে যেমন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবার আগ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট সময় দেরিতে শুরু করা, একটি বন্ধুত্বর্পূ বা পরামর্শমূলক ব্যবস্থা, লাঞ্চ ক্লাব বা স্কুল পরবর্তী কার্যক্রমে সহায়তা। আপনার শিশুকে এগুলোতে উপস্থিত থাকতে এবং সহায়তা নিতে উদ্বুদ্ধ করুন। তাদেরকে আলাদা করার যে কোনো পদক্ষেপ শুধুমাত্র সাময়িক সময়ের জন্যই নেয়া উচিত যদি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। আপনি যদি এসব মানদন্ডের সাথে একমত হন তাহলে স্কুলকে রাজি করানো গুরুত্বপূর্ণ যে এসব শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য এবং এটা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ মিটে যাওয়ার বিকল্প নয়।

না – আপনার শিশু যদি স্কুলে যেতে না চায় অথবা স্কুল পালায় তাহলে অবশ্যই আপনি স্কুলকে এর কারণগুলো অবহিত করবেন। স্কুল বা স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে বলুন এডুকেশন ওয়েলফেয়ার অফিসার, হোম লিংক ওয়ার্কার বা কর্তৃপক্ষের যিনি অনুপস্থিতি নিয়ে কাজ করেন তাকে দিয়ে একটি পরিদর্শনের আয়োজন করতে। আপনাকে যদি দেখা যায় যে আপনি অনুপস্থিতিকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন তাহলে আপনাকেই এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। স্কুলে ফিরে আসার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। যদি অনুপস্থিতি চলতেই থাকে তাহলে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ জোরপূর্বক স্কুলে উপস্থিতির জন্য বিধিবদ্ধ কার্যক্রম শুরু করতে পারে বা অন্য ব্যবস্থা দেখতে পারে।

উৎপীড়ন কি স্কুলে যাতায়াতের বাসে হচ্ছে?

হ্যাঁ – স্কুলকে জিজ্ঞাসা করুন যে তাদের সাথে বাস কর্তৃপক্ষের সরাসরি কোনো চুক্তি আছে কি না যেখানে নিজ থেকে সক্রিয় উৎপীড়নমূলক আচরণের কোনো মানদন্ড বা জবাব রয়েছে কি না। যদি ছাত্রদের অনিষ্ট বা সহিংশতার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য স্কুল এবং বাস কোম্পানির মধ্যে কোনো চুক্তি থেকে থাকে তাহলে তাকে প্রতিষ্ঠিত করুন। এটা এরকম যে স্কুল আপনাকে যোগাযোগ করতে বলবে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে যারা বাস কোম্পানিকে চুক্তিটি দিয়ে থাকে। যেসব শিশু এবং কিশোর এই বাস সার্ভিস ব্যবহার করছে তাদের নিরাপত্তার জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বাস কোম্পানির দায়িত্বে থাকে।

না – স্কুল মাঠের বা এলাকার মধ্যে যদি উৎপীড়নমূলক আচরণ হয় তাহলে উপরে উল্লেখিত পরামর্শ মেনে চলুন। উৎপীড়নমূলক আচরণ যদি কমিউনিটির মধ্যে, স্কুলে যাতায়াতের রাস্তায় হয় তখন সেটা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়। স্কুলের বাইরে সংঘটিত কিন্তু একজনের ব্যক্তিগত শিক্ষার্জন এবং স্কুল জীবনে প্রভাব ফেলছে এরকম বিষয়গুলোতেও স্কুলের পক্ষে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু তা কঠিন হতে পারে। নিপীড়ন বা আক্রমন যদি কমিউনিটির মধ্যে ঘটতে থাকে তাহলে পুলিশের সাথে সম্পৃক্ত হতে বা পরামর্শ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না এবং স্কুলকে বিষয়টি জানিয়ে রাখুন।